মেহেরপুর ডিবি ও সাইবার ক্রাইমের অভিযানে প্রতারণার চার মামলায় গ্রেপ্তার ৭

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইমের অভিযানে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগে চারটি মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে মোবাইলে ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা আত্মসাৎ, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার পশ্চিম চরদরবীশ লমাঝাড়া পাড়ার মো. কালুর ছেলে মো. তালিপ (২০), কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার মিয়ারপাড়া এলাকার শাহাব উদ্দিনের ছেলে জয়ানল (৩৪), নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার পশ্চিম দৌলতপুর এলাকার মৃত ফজলুল হকের ছেলে আবুল কালাম (৬৭), কক্সবাজারের রামু উপজেলার পানিরছড়া এলাকার মোহাম্মদ কাউছার (২৪), কক্সবাজার সদর উপজেলার খরুলিয়া এলাকার মকবুল আহমেদের ছেলে মো. মিরাজ (২৫), টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন দক্ষিণপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে নুরুল আবছার (৩৩) এবং কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার নুরপুর গ্রামের মৃত আলমগীরের ছেলে মো. ইসমাইল মীর (২৪)।

পুলিশ জানায়, মোবাইলে ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের মামলায় দুজনকে, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণার মামলায় একজনকে, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার মামলায় একজনকে এবং অপর একটি টেলিগ্রাম প্রতারণার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রেস রিলিজে বলা হয়, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিভিন্ন

এলাকায় অভিযান চালায় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ক্রাইমের একটি টিম। টিমের ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে গ্রেপ্তার সাতজনকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ১৩ টি মোবাইল ও ৬৮ হাজার টাকা ফেরত পেলেন প্রকৃত মালিকরা

হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া ১৩ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও বিকাশে ভুলক্রমে চলে যাওয়া তিন ভিকটিমের ৬৮ হাজার টাকা ফেরৎ পেলেন প্রকৃত মালিকরা।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম রবিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে নিজ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোন ও টাকার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন থানার সাধারণ ডাইরি(জিডি) ও অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যম এসব ফোন ও টাকা উদ্ধার করেন। মোবাইল ফোন ও টাকা পেয়ে ভুক্তভোগীরা বাংলাদেশ পুলিশ এবং মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।